হোসেনপুরের চরাঞ্চলে বিপর্যস্ত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

মোঃ মনিউর রহমান, *হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) থেকে*

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার চরাঞ্চলের অধিকাংশ শিশু। চর এলাকার অভিভাবকদের অসচেতনতা, প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের অভাব ও চরম দারিদ্র্যতার কারণে এখানকার অধিকাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না। শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর নীতি থাকলেও এসব কারণে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে। এতে উপজেলার চরাঞ্চলগুলোতে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থা ভেঙে যেতে বসেছে।

সরেজমিন উপজেলার চর বিশ্বনাথপুর, সাহেবের চর, চর জামাইল, চর কাটিয়ারি, চর হাজিপুর, চর হটরমালপী, চর জিনারীসহ বিভিন্ন চরাঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী বহু শিশু স্কুলমুখী না হয়ে বাবা-মায়ের সংসারের কাজকর্মে সময় দিচ্ছে। অনেক শিশু শ্রম দিচ্ছে হোটেল, দোকানপাট ও যানবাহনে। স্থানীয়রা জানায়, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী এসব চরাঞ্চলের বহু পরিবার। ফলে দরিদ্রতা, অভিভাবকদের অপারগতা ও সচেতনতার অভাবে এসব শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর নীতি থাকলেও এসব কারণে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে

সাহেবেরচর গ্রামের আলী মিয়া, সাইদুর রহমান, মতি মিয়া, চর হটরমালপী গ্রামের আক্কেল মিয়া, রশিদ উদ্দিন, চর হাজিপুর গ্রামের শামসুদ্দিন, অলিমন, তানভির, নাছিমা বেগমসহ বেশকিছু অভিভাবকদের সঙ্গে কথা হলে তারা জানান, লেখাপড়ার পেছনে অনেক টাকার প্রয়োজন। তারপর চাকরি নিতেও নাকি লাখ লাখ টাকা লাগে। তখন তারা এত টাকা কোথায় পাবে— এসব কথা চিন্তা করে তাদের সন্তানদের আগে থেকেই কর্মমুখী করার চিন্তাই তারা করেন। এছাড়া বই, খাতা, কলম, প্রাইভেট পড়ানোসহ যে খরচ হয়, তা বহন করাও তাদের জন্য কষ্টকর বা অসম্ভব। জানা গেছে, আর্থিক দৈন্যদশা ও সচেতনতার অভাব, সাথে বছর প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থানসহ নানা দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় চর এলাকায় লোকজনদের। অভিভাবকদের বক্তব্য, চর এলাকায় প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়। এখানে আয়ের সুযোগ সীমিত। কাজের সন্ধানে বিভিন্ন সময় উপজেলা, জেলা শহর, রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে তাদের যাওয়া-আসা করতে হয়। ফলে ক্ষেত-খামার গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি দেখা শোনার দায়িত্ব থাকে শিশু-কিশোরদের কাছে। প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থাকা এসব কোমলমতি শিশু-কিশোরকে শিক্ষাঙ্গনমুখী করতে বিকল্প কোনো উদ্যোগ না থাকায় বাধ্যতামূলক প্রথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এখানকার চরাঞ্চলে শতভাগ সফল হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল বাছেদ জানান, চরাঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিকৃত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকছে। যে কারণে স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যাও কম থাকে।

23 OCT 2013
পৃষ্ঠা ১৬